দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

063

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার পরিবেশ ও প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার মান যে অনেক নীচে নেমে গেছে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। যদিও আগের তুলনায় ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে, উচ্চমানের ফলাফলও বেশী হচ্ছে কিন্তু শিক্ষার সাধারণ মান আগের মত নেই। শুধু যে শিক্ষার মান কমে গেছে তা নয়, শিক্ষার পরিবেশ ও ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক মানও তুলনামূলকভাবে অনেক নেমেছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশ কোন অর্থেই শিক্ষার অনুকূল নয়। আর তারই প্রভাব পড়েছে মাধ্যমিক ও নিম্নতম পর্যায়ে।

পরিস্থিতির এই অবনতির জন্য প্রধানতঃ দু'টি বিষয়কে দায়ী করা যায়— অর্থনৈতিক অবক্ষয় এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা। এ দু'টি ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব সরকারের। তবে একথাও মানতে হবে, পাকিস্তান আমল থেকে সৃষ্ট এই সার্বিক অবক্ষয়ের ধারা প্রতিহত করে অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করা খুব সহজ নয়। কাজটা কঠিন, কিন্তু এর বিকল্প বের করা না পর্যন্ত অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয়।

এখনও দেশের কিছু কিছু স্কুলে পড়াশুনা চলছে, এটুকুই শিক্ষাঙ্গনকে সচল রাখছে বলা যায়। এসএসসি পরীক্ষার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নিজেও শিক্ষার অনুকূল পরিবেশের অভাবের কথা বলেছেন। মেধাবী ছাত্রদের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল এমন কথা এ সমাজ হলফ করে বলে দিতে পারে না। এটা দুঃখজনক হলেও সত্য।

শিক্ষার পরিবেশ কিভাবে ধীরে ধীরে বিনষ্ট হল, কিভাবে বিদ্যার্জন ও বিদ্যাচর্চা ক্রমে গৌণ হয়ে পড়লো, কিভাবে ছাত্র ও তরুণদের মানসিকতায় পরিবর্তন হলো ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলো যে আমাদের অজানা তা নয়। এ নিয়ে বিস্তর কথা, বিস্তর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চলেছে। কিন্তু অবক্ষয়কে রোধ করা যাচ্ছে না।

বিগত এসএসসি পরীক্ষায় শহরের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তনে নকলকারীরা যথেচ্ছ নকল করেনি শুধু, বস্তুত অনেক কেন্দ্রে পরীক্ষার – সুষ্ঠু পরিবেশও পড়েছিল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় একদিকে যেমন মেধাবী ও নিয়মানুবর্তী ছাত্রদের জন্য সৃষ্টি হয় আশংকাজনক পরিস্থিতি। অন্যদিকে সমগ্র পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং ফলাফলের ওপর সার্বিক ও অবিশ্বাসের জন্ম নেয়।

এই পরিস্থিতির আরেক অনিবার্য পরিণতি হল যোগ্য ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের এই অনিশ্চিত অবস্থা ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার প্রবণতা। এর জন্যে ঐ সব ছাত্র বা তাদের অভিভাবকদের কোনভাবে দায়ী করা যায় না। আর সময় বা অর্থ ছাড়াও বিদ্যার মান ইত্যাদি সব কিছুই এখানে অপচয়ের শিকার হচ্ছে বলে যারা মেধায় বা অর্থে পারছে তারাই দেশ ছেড়ে ভিন দেশে ছুটছে। এতে ঐসব ছাত্র মুক্তির সুযোগ পেলেও দেশের শিক্ষার হাল তাদের অসহায়ভাবে আরো শোচনীয় হয়ে পড়ে। এ বড়ই পরিতাপের বিষয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থা তার শ্রেষ্ঠ ফসলদের ধরে রাখতে পারছে না।

এতো গেলো হতাশার চিত্র। এ চিত্র একেই কি আমাদের দায়িত্ব খালাস? কিংবা মেধাবী ছাত্রদের সুষ্ঠু বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরীর আহবান জানিয়েই কি দায়িত্বমুক্ত হতে পারি। আমরা তা নিশ্চয়ই কেউ ভাবি না। অতএব যার পক্ষে যেভাবে সম্ভব কাজে নেমে পড়া দরকার। একদিকে যেমন বর্তমানে অবস্থা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত এবং তা নিরসনে সুষ্ঠু ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করা প্রয়োজন। তবে এ কথাও মানতে হবে যে বিচ্ছিন্নভাবে শুধু মাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনা যাবে না। এ কাজ সমাজের সর্বক্ষেত্রে একসাথে হওয়া দরকার। আশা করি দেশের সচেতন মহল বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিবেন।

—মোজাহারুল হক (বাবুল)